০৩-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে এখন লাইট হাউস হতে হবে। তোমাদের এক চোখে মুক্তিধাম আর এক চোখে জীবনমুক্তিধাম আছে, তোমরা সবাইকে রাস্তা বলতে থাকো।"

প্রশ্নঃ- কোন্ উপায়ে অবিনাশী পদের ভাগ্য জমা হতে থাকবে?

উত্তরঃ- সর্বদা বুদ্ধিতে যেন স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকে। চলতে ফিরতে নিজের শান্তিধাম এবং সুখধাম স্মরণে থাকলে একদিকে বিকর্মের বিনাশ হবে এবং অন্যদিকে অবিনাশী পদের ভাগ্যও জমা হতে থাকবে। বাবা বলছেন, তোমাদেরকে লাইট হাউস হতে হবে, একটি চোখে শান্তিধাম আর অন্য চোখে সুখধাম থাকতে হবে।

গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো, নতুন যুগ প্রায় এলো রে...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা মিষ্টি মিষ্টি গান শুনল। যে এই গানটা গেয়েছে সে তো নিশ্চয়ই কোনো সিনেমার গায়ক। জ্ঞানের সম্বন্ধে, দেবতাদের সম্বন্ধে কিংবা পরমাত্মার সম্বন্ধে যা কিছু মহিমা করে সবই উল্টোপাল্টা। এই দুনিয়াটাই হল উল্টো দুনিয়া। এখন আল্লাহ বসে বোঝাচ্ছেন যে তোমরা তো মায়ার ফাঁসিতে ঝুলে আছ। মায়া সকল বাচ্চাদেরকে বাদুড় বানিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে সোজা করছেন। গানটা খুবই ভাল। 'জাগো সজনীরা জাগো' - এটা কে বলছে ? গোটা দুনিয়ার সজনীদের উদ্দেশ্যে তো কেউ এইরকম বলতে পারবে না যে সজনীরা জাগো, এখন নতুন যুগ এসেছে। দুনিয়াতে কয়েকজন মানুষই আছে যারা এটা জানে। মায়া এত প্রবল যে যতই বোঝানো হোক তবুও বুঝতে পারে না। বাচ্চারা তোমরা বোঝো যে এখন নতুন যুগ অর্থাৎ দেবতাদের রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। এটাও বোঝো যে কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ আসবে। তাই এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে ভক্তদের কাছে ভগবানকে আসতেই হবে। ভক্তরা তো ভগবানের সাথে দেখা করতেই চায়। তাই বুঝতে হবে যে ভগবান এখন এসেছেন। অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তরা ডেকে এসেছে। তাই তাদেরকে কিছু না কিছু তো অবশ্যই দেবেন। ভক্তরা জানে যে ভগবান জীবনমুক্তি দেন। তিনি এসেই সবাইকে পবিত্র করবেন, তাই তিনি হলেন পতিত-পাবন। বাচ্চারা তোমরা এখন জেনেছ যে কখন সব আত্মারা পবিত্র হয়। সত্যযুগে তোমরা পবিত্র থাক। বাকি আত্মারা তখন নির্বাণধামে থাকে। তোমরা পবিত্র যুগে জন্ম নাও। নির্বাণধামকে কোনও যুগ বলা যাবে না। ওই ধাম তো সকল যুগের উর্ধ্বে। এইসকল কথা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে। আমরা বরাবর পরমধামে থাকি। সত্য, ত্রেতা ইত্যাদি যুগ এখানেই হয়। এইসব নামও তো এই দুনিয়ার। বিনাশেরও গায়ন আছে। ত্রিমূর্তির চিত্রও দেখানো হয়ে থাকে। দুনিয়ার লোক ত্রিমূর্তির চিত্রের নিচে 'সত্যমেব জয়তে' লেখে। এটা হল রুহানি গভর্নমেন্ট। অহিংসক শক্তিসেনারও উল্লেখ আছে কিন্তু কেবল নামমাত্র। তোমাদেরও একটা লোগো বা প্রতীক থাকা উচিত। তোমরাও ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের নীচে 'সত্যমেব জয়তে' লিখতে পার। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা আসা উচিত যে আমরা হলাম পাণ্ডব গভর্নমেন্টের সন্তান। প্রজারা তো নিজেদেরকে সন্তানই মনে করে। তাই এটা নিয়ে চিন্তন করতে হবে যে কিভাবে আমাদের লোগো বানানো যায় । গোটা দুনিয়াটাই অন্ধশ্রদ্ধায় ভরে গেছে। যা দেখে সবকিছুকেই ভগবান বলতে থাকে। এটা তো অন্ধশ্রদ্ধা-ই। বলে যে প্রতিটা কণাতেই ঈশ্বর আছেন। বাস্তবে যত মনুষ্য আত্মা আছে তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা আলাদা। আত্মা শরীর ধারণ করে অভিনয়

করে। কখনোই এইরকম বলা উচিত নয় যে সবকিছুই ভগবান। তাহলে কি ভগবানই এইসব লড়াই ঝগড়া করছেন? এটা হল একশ শতাংশ অন্ধশ্রদ্ধা। নতুন বাড়ি তৈরি হলে তাকে একশো শতাংশ নতুন বাড়ি বলা হয়, কিন্তু পুরাতন বাড়িকে একশো শতাংশ পুরাতন বাড়ি বলা হয়। ভারতও একসময়ে নতুন ছিল, এখন পুরানো হয়ে গেছে। কত রকমের ধর্ম হয়েছে। দিন রাতের পার্থক্য। সত্যযুগে নিশ্চয়ই সুখই সুখ ছিল, দেবতারা রাজত্ব করত। এখন এই পুরাতন দুনিয়াতে কেবলই দুঃখ। ভবিষ্যতে দুঃখ আরও বৃদ্ধি পাবে। একটা কথা প্রচলিত আছে যে কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ। দুনিয়ার মানুষ কেবল লিখে দিয়েছে, কিছুই বোঝে না। মানুষকে মেরে ফেলার সময়ে কারো একটুও করুণা হয়না। কেউ একটু কিছু করে দিলেই পুলিশ-কেস করে দেয়। আজকাল তো বোমা বানিয়ে একে অপরকে মারছে। প্রতিদিনই শোনা যায় যে অমুক জায়গাতে এতজন মারা গেছে। তাদের নামে তো কেউ কেস করার কথা কারো বুদ্ধিতেই আসেনা। তোমরা এখন জেনেছ যে এটা হল পুরাতন পাপের দুনিয়া। সত্যযুগ হল নতুন দুনিয়া। সত্য এবং ত্রেতাযুগে কেউ কাউকে দুঃখ দেয় না। সেই যুগের নামই হল স্বর্গ, হেভেন, বেহেস্ত... ইতিহাসেও আছে যে এখানে প্রচুর সম্পত্তি ছিল যা মন্দির থেকেও লুট করে নিয়ে গেছে। তাহলে যে সেই মন্দির বানিয়েছিল সে কতই না ধনী ছিল। শাস্ত্রে সোনার দ্বারকা দেখানো হয়েছে, বলে যে সেটা নাকি সমুদ্রের তলায় চলে গেছে। তোমরা বোঝো যে নাটকের এই চক্র কিভাবে ঘুরছে। সত্যযুগ নীচে গিয়ে কলিযুগ ওপরে আসে। এইভাবেই চক্র আবর্তিত হয়। তোমাদের কাছেই এই চক্রের জ্ঞান আছে। অনেকেই এই চক্র তৈরি করার চেষ্টা করে কিন্তু কেউই চক্রের আয়ুকে জানেনা। তাই আসল চক্র কেউ বানাতে পারবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন পুরো চক্রটাই আছে - তাই উপদেশ দেওয়া হয় যে স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকলে বিকর্মের বিনাশ হবে। এইসব হল জ্ঞানের কথা। তোমরা জানো, আমরা যে স্বদর্শন চক্র ঘোরাচ্ছি তার দ্বারা বিকর্মের বিনাশ হতে থাকবে এবং অবিনাশী পদের ভাগ্য জমা হয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে বলে যে আমি তো স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে ভুলেই যাই। বাবা বলছেন, তোমাদেরকে লাইট হাউস হতে হবে। লাইট হাউসের কাজ হল রাস্তা দেখানো। তোমাদের এক চোখে শান্তিধাম আর অন্য চোখে সুখধাম আছে। বর্তমানে দুঃখধামে বসে আছ। তোমরা তো লাইট হাউস, তাই না? তোমাদের মন্ত্র হল 'মন্মনা ভব এবং মধ্যাজী ভব', শান্তিধাম এবং সুখধাম। অন্যদেরকেও রাস্তা দেখাতে থাক এবং স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাক। চলতে ফিরতে যেন শান্তিধাম এবং সুখধাম স্মরণে থাকে। এইরকম অবস্থায় হলে তখন বসে বসেই সাক্ষাৎকার হবে। কেউ সামনে এলেই তার সাক্ষাৎকার হবে। আমাদের যত কাজ সব এখানেই আছে, ওখানে তো কোনো কাজই থাকবে না। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে এখন এই অভ্যাস করতে হবে যে আমরা হলাম পথ প্রদর্শনকারী লাইট হাউস এবং বর্তমানে আমরা দুঃখধামে আছি। এটা তো খুবই সহজ। লাইট হাউস কিংবা স্বদর্শন চক্র - ব্যাপারটা তো একই। কিন্তু এই চক্রের মধ্যেই বিস্তারিত জ্ঞান আছে, ওটাতে তো কেবল দুটো কথা আছে - শান্তিধাম এবং সুখধাম। বাবা অর্থাৎ মুক্তিধাম এবং বাদশাহী অর্থাৎ জীবনমুক্তিধাম। কত সহজ ব্যাপার। আমরা আত্মারা যেখান থেকে আসি সেটা হল শান্তিধাম। যারা বিজ্ঞান জানে কিংবা প্রাকৃতিক নিয়ম মানে তারা এটা বুঝতে পারবে না। কিন্তু যারা দেবতাদেরকে মানে তারা বুঝবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যাওয়া তো খুবই ভাল। এরা তো সুখধাম অর্থাৎ সত্যযুগের মালিক ছিল। এখন তো কলিযুগ। তারা তো মানুষই ছিল। তাদের রাজত্বও ছিল। কখনও কি গীতা শুনেছ? যারা লক্ষ্মী-নারায়ণের কিংবা রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে যায় তারা গীতাও শোনে। কৃষ্ণের প্রতি যার ভালোবাসা থাকবে তার গীতার প্রতিও ভালোবাসা থাকবে। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গেলে অতটা গীতা স্মরণে থাকে না। ভাবে যে ওরা তো বৈকুন্ঠতে ছিল। এখন তো নরক। বাবা এই

নরকেই আসেন, এসে স্বর্গ স্থাপন করেন। বাবা বলছেন, আমাকে এবং শান্তিধাম-সুখধামকে স্মরণ করলেই তরী তীরে পৌঁছে যাবে। আগে তো ঘরে যেতে হবে। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে মানে তাহলে তাকে বল যে কৃষ্ণ তো সত্যযুগে ছিল। সেই নতুন দুনিয়াকে স্মরণ কর। এই পুরাতন দুনিয়ার সাথে সম্বন্ধ ত্যাগ কর। পবিত্রও হতে হবে কারণ ওই দুনিয়াতে কেউই অপবিত্র ছিল না। এইভাবে কোনো না কোনো যুক্তি তৈরি করতে হবে। বাচ্চারা পত্রে লেখে যে এখানে সেবা কম হচ্ছে, সবার মধ্যে ঢিলেমি ভাব রয়েছে। বাবা বলেন, বাচ্চাদের মধ্যেই ঢিলেমি রয়েছে, সেবা তো অনেক হওয়া সম্ভব। কত মন্দির আছে। বাবা বলছেন, আমার ভক্তদেরকে জ্ঞান দাও। তোমরাও তো ভক্ত ছিলে, এখন কৃষ্ণপুরীর মালিক হচ্ছ। কৃষ্ণপুরী অর্থাৎ বৈকুন্ঠকে স্মরণ করতে হবে। বৈকুন্ঠকে রামরাজ্য বলা হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকেই বৈকুন্ঠ বলা হয়। তোমরা যখন বোঝাবে তখন বলবে যে কথাগুলো সঠিক। এইসকল চিত্রের মধ্যে অনেক জ্ঞান আছে। কেউ মন দিয়ে দেখলে চিত্রগুলোকেই নমস্কার করবে, তোমাদেরকে করবে না। কিন্তু আসলে তোমাদেরকেই নমস্কার করা উচিৎ কারণ তোমরাই এইরকম হচ্ছ। তাই ব্রাহ্মণ বংশ হল সর্বোত্তম। পরিশ্রম করে তোমরা দেবতা হচ্ছ। তার আগে তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান। এই সময়েরই গায়ন করা হয়। মানুষ যদি বিচক্ষণ হত তাহলে লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্মদিন পালন করত। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে তো কিছুই জানে না। কেবল লক্ষ্মীর কাছে গিয়ে টাকা-পয়সা চায়। আরে, তাদের জন্ম বৃত্তান্তকে তো আগে জানো। দুনিয়ার মানুষ তো এটাও জানে না যে তারা কবে এসেছিল। বিষ্ণুকে চতুর্ভুজ দেখানো হয় - অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল রূপ। লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করলেও তাদের জীবন কাহিনী জানে না। তাঁরা কোন্ দুনিয়ার মালিক ছিলেন? সূক্ষ্মবতনের মালিক তো বলা যাবে না, কারণ সূক্ষ্মবতনকে বিষ্ণুপুরী বলা হয় না। সেখানে কোনও রাজত্ব নেই। লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং রাম-সীতার রাজ্যকে পুরী বলা হয় কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের ক্ষেত্রে এইরকম কিছু দেখানো হয় না। দ্বাপরযুগে তো ইসলাম এবং বৌদ্ধরা আসে। তোমাদেরকে এইসব বিস্তারিত ভাবে বোঝাতে হবে। স্বর্গের কথাও স্মরণ করে থাকে। কোনও বড় ব্যক্তি মারা গেলে বলা হয় যে তিনি স্বর্গগত হয়েছেন। তাহলে আগে নিশ্চয়ই তিনি নরকে ছিলেন, তাই তো এখন স্বর্গে গেছেন। এখন সকলেই নরকবাসী অর্থাৎ পতিত। কত নেশা থাকে। দেখায় যে আমি হলাম কোটিপতি। কিন্তু আসলে তো সকলেই নরকবাসী। নরকবাসীরা স্বর্গবাসীর কাছে গিয়ে মাথা ঠুকে প্রণাম করে। তোমরা বাচ্চারাই যথাযথ বোঝাতে পারবে। তোমরা হলে 'জানি-জাননহার' (যিনি সকল রহস্যকে জানেন) -এর সন্তান। তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান বিস্তারিত ভাবে আবর্তিত হয়। কিন্তু ঘরে গেলে কিংবা আত্মীয়দের মুখ দেখলে সবকিছু ভুলে যায়। তাই কলেজের সাথে হোস্টেলও থাকে। তোমাদের এখানেও হোস্টেল আছে। এখানে তোমরা পড়াশুনা চর্চার মধ্যেই রয়েছ, অন্য কোনো লৌকিক কাজকর্মের দিকে বুদ্ধি যায় না। স্টুডেন্টদের সাথে জ্ঞানের বিষয়েই আলোচনা হয়। হোস্টেলে থাকলে অনেক তফাৎ হয়। রিফ্রেশ (চনমনে) হওয়ার জন্য শীঘ্রই বাবার কাছে আসা উচিত। এমন ভেবো না যে বাবাকে দক্ষিণা দিতে হবে। যারা এইরকম ভাবে তারা হল মূর্খ। বাবা তো নিজেই দাতা। কখনও কিছু দেওয়ার মানসিকতা যেন না থাকে। সেবাধারী বাচ্চাদেরই এখানে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আসা উচিৎ। তোমরা বাচ্চারা তো বাবার কাছে আসো। এমন নয় যে কোনো সাধু-সন্ত কিংবা মহাত্মার কাছে আসো। তাই দক্ষিণা দেওয়ার কথা যেন কখনও মনেও না আসে। কন্যারা বাবার কাছে আসে - কন্যাদের কাছে কি অর্থ আছে? তারা তো সেবাস্থান থেকেই সবকিছু পেয়ে থাকে। যে নিজের ভাগ্য বানাতে চাইবে সে-ই পুরুষার্থ করবে। চাকরি আছে, অমুক কাজ আছে - এইসব তো অজুহাত মাত্র। ছুটি পাওয়া সম্ভব। যেকোনো কারণ দেখিয়েই ছুটি নেওয়া সম্ভব। এতে কোনো মিথ্যে কথা বলা হয় না। বাবার থেকে সত্য তো আর কিছুই নেই। কিন্তু

বাবাকে অতটা মূল্যবান মনেই করে না। তাঁর কাছ থেকে কত খাজনা পাওয়া যায়। বাবা তো খুব দূরেও থাকেন না। তাই যেখানেই থাকো, রিফ্রেশ হওয়ার জন্য বাবার কাছে আসা উচিত। রিফ্রেশ হয়ে গেলে অনেকের কল্যাণ করতে পারবে। তোমাদেরকে তো সেবা করতে হবে। এটা হল বুদ্ধিযোগবল আর ওটা হল বাহুবল। এখানে কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। কাউকে দুঃখ দিও না, সবাইকে সুখের রাস্তা দেখাও। সত্যযুগ এবং কলিযুগের মধ্যে দিন-রাতের পার্থক্য। অর্ধেক কল্প ধরে রাবণ রাজ্য থাকে। তোমরা বাচ্চারা এখন সুখধামের স্থাপনা করছ। কখনো কোনো কটু কথা বলা উচিত নয়। কেউ কিছু বললে শুনেও শুনো না। শুনলে তখন উত্তরও দিতে থাকে। ক্রোধের সামান্য অংশও অনেক ক্ষতি করে দেয়। কারোর ওপর ক্রোধ করা - এতেও দুঃখ দেওয়া হয়। বাবা বলছেন, দুঃখ দিলে দুঃখী হয়েই মরতে হবে, অনেক শাস্তি পেতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) বাবার এবং পড়ার কদর করতে হবে। সময়ে সময়ে নিজেকে রিফ্রেশ করার যুক্তি খুঁজতে হবে। অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের বিষয়েই আলোচনা করা উচিত। ক্রোধের অংশমাত্রও ত্যাগ করতে হবে। কেউ কোনো কটু কথা বললে শোনামাত্র ভুলে যেতে হবে।

বরদান:- নিজের চেহারা এবং চলন দ্বারা আত্মিক রাজকীয়তার অনুভব করাতে সক্ষম সম্পূর্ণ পবিত্র হও।

আত্মিক রাজকীয়তার (রুহানি রয়্যালিটি) ভিত্তি হল সম্পূর্ণ পবিত্রতা। সম্পূর্ণ পবিত্রতাই হল রাজকীয়তা। এই আত্মিক রাজকীয়তার ঝলক পবিত্র আত্মার স্বরূপের দ্বারা প্রকাশ পায়। এই চমক কখনো চাপা থাকে না। কেউ যতই নিজেকে গুপ্ত রাখুক, তার কথাবার্তা, সম্বন্ধ-সম্পর্ক এবং আত্মিক ব্যবহারের প্রভাবই তাকে প্রকাশিত করবে। তাই প্রত্যেকে জ্ঞানের দর্পণে দেখ যে আমার চেহারা এবং চলনের মধ্যে কি সেই রাজকীয়তা প্রকাশ পায় না কি আমার চেহারা এবং চলন অতি সাধারণ?

স্লোগান:- সর্বদা পরমাত্ম-পালনার মধ্যে থাকাই হল ভাগ্যবান হওয়া।